7

আজকের কাগজ

তারিখ ... 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ৪

এসএসসি পরীক্ষা ঃ ৯৫ : ৯৬

ফলাফলে ব্যবধান বিস্তর

সুমন ইসলাম ঃ গতকাল প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা এবং যশোর বোর্ডের ১৯৯৬ সালের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল। গতবারের ফলাফলের চেয়ে এবারের ফলাফলের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। গতবার ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত পাশের হার যেখানে ছিলো ৭৪ দশমিক ৪০ শতাংশ সেখানে এবার ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত পাশের হার ৪২ দশমিক ২০ শতাংশ। গতবার যশোর বোর্ডে সম্মিলিত পাশের হার যেখানে ছিলো ৭০ দশমিক ৭৪ শতাংশ সেখানে এবার যশোর বোর্ডে সম্মিলিত পাশের হার ৪৩ দশমিক ৯৯ শতাংশ। ১৯৯৫ সালের পরীক্ষার তুলনায় ১৯৯৬ সালের পরীক্ষার ফলাফলের এই ব্যাপক পার্থক্যের এই মুহূর্তে একটি কারণই খুঁজে পাওয়া যায়। আর তা হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতির মৃদু সংস্কার। '৯৫ সালে প্রশ্ন ব্যাংকের উপস্থিতি এবং বিষয়ভিত্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় সম্মিলিতভাবে ৩৩ নম্বর পেলেই কোনো বিষয়ে পাস বলে গণ্য করা হতো। ফলে অনেক পরীক্ষার্থী

এরপর ২—এর পাতায়

মেধাতালিকায় ব্যবধান বিস্তর

[প্রথম পাতার পর]

শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ৫০ নম্বরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় ৩৩ নম্বর পেয়ে যেতো। ফলে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার ৫০ নম্বরে অনেকে শূন্য পেলেও যে কোনো বিষয়ে পাস করে যেতো। আর এ কারণেই বেড়ে যেতো মোট পাসের হার। কিন্তু এবারই প্রথমবারের মতো প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি তুলে দেয়া হয় এবং কোনো বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক (৫০) ও নৈর্ব্যক্তিক (৫০) পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাসের নিয়ম করা হয়। এ কারণেই এবার পাসের হার কমে যায়। কারণ এবার কোনো বিষয়ে পাসের জন্যে দরকার হয় বিষয়ভিত্তিকের ৫০ এর মধ্যে কমপক্ষে ১৭ এবং নৈর্ব্যক্তিক ৫০-এর মধ্যে কমপক্ষে ১৭ নম্বর। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রতি বিষয়ে (১৭+১৭)=৩৪ পাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

ঢাকা বোর্ডে এবার বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েরা ভালো ফল করেছে। অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই বিভাগে তাদের পাসের হার ৬০ দশমিক ৪৮ শতাংশ। অন্যদিকে ছেলেদের ৫৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগেও ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা সামান্য এগিয়ে রয়েছে। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে তাদের পাসের হার ২৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। অন্যদিকে ছেলেদের ২৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকা অনুযায়ী সরকারি স্কুলগুলো ১৭টি, বেসরকারি স্কুলগুলো ১৪টি এবং ক্যাডেট কলেজগুলো ১১টি আসন পেয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে বেসরকারি স্কুলগুলো সবচে ভালো করেছে। মেধা তালিকার ১৬টি স্থান দখল করেছে বেসরকারি স্কুলগুলো। অন্যদিকে এ বিভাগে সরকারি স্কুলগুলো ৩টি এবং ক্যাডেট কলেজগুলো ২টি আসন পেয়েছে। অপরদিকে যশোর বোর্ডেও এবার বিপর্যয় লক্ষ্য করা গেছে, '৯৫তে এ বোর্ডে সম্মিলিত পাসের হার ছিলো ৭০ দশমিক ৭৪ শতাংশ। কিন্তু এবার পাসের হার ৪৩ দশমিক ৯৯ শতাংশ। এ বোর্ডে ফল বিপর্যয়ের কারণ ও প্রশ্নব্যাংক তুলে দেয়া এবং বিষয়ভিত্তিক ও নৈর্ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক পাসের ব্যবস্থাকরণ।

ঢাকা বোর্ডের তুলনায় যশোর বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে ছেলেদের পাসের হার সামান্য বেশি। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে এ বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৬৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ এবং মেয়েদের ৬৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগেও ছেলেরা সামান্য এগিয়ে রয়েছে। এ বিভাগে ছেলেদের পাসের হার ৩৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ। অন্যদিকে মেয়েদের ৩৪ দশমিক ২৮ শতাংশ।